কারা করছে শান্তি ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম???

॥ গোলাম মওলা ॥

একজন মহান সাধকের বাণী 'পড়ে ধর্ম হয় না, করে ধর্ম হয়'। এই বাণীর আলোকে শান্তি ধর্মের (ইসলাম) অনুসারী মুসলমানদের জীবনাচরনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুসলমানরা গত চৌদ্দশত বছর ধরে কেবল সংখ্যায় 'বাড়ছে'। নামাজ পড়ছে। কোরআন পড়ছে। শুধু পড়ায় আছে মুসলমানরা। করায় নেই। এই পড়তে পড়তে (পাঠ করতে করতে) দিন দিন যে তারা কেবলই পড়ছে (পতিত হচ্ছে) আর পড়ছেই সে খেয়াল নেই। করায় আছে (ইসলাম) শান্তি ধর্মের শত্রুরা। ওরা ষড়যন্ত্র করছে। নিজেদের ক্রমেই শ্রেষ্ঠ করে তুলছে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে চলছে। বিভক্তি আর হানাহানিতে মত্ত করিয়ে জড়িয়ে ফেলেছে মুসলমান জাতিকে? রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মাধ্যমে। গোটা বিশ্ববাসীর কাছে মুসলমানদের বর্বর মধ্যযুগীয় অসভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত করে তুলছে! সবই ওরা করে চলছে সুচতুরভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুনিপুণ ধারাবাহিকতায়।

লাগাতার করার মধ্য দিয়ে শান্তি ধর্ম (ইসলাম) বিরোধী অপশক্তিসমূহ অর্জন করছে অচিন্তনীয় দক্ষতা, অনমনীয় ধূর্ততা। তাই টুইন টাওয়ার নিজেরা ধ্বংস করে দানবীয় হিংস্রতায় আমেরিকা স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র মুসলমান বিশ্বকে ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। আফগানিস্তান, রক্তের ফোয়ারা বইয়ে দিতে সক্ষম হয় ফোরাত নদীর দুই তীরে। চক্রান্তের বিষাক্ত ছোবলে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তাকে বিষিয়ে তুলতেও সমর্থ হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি লন্ডনে মুসলমান জঙ্গির লেবাসে পরিচালিত হয় সন্ত্রাসী বোমা হামলা। লন্ডনসহ গোটা ইউরোপ কাঁপানো এই রক্তক্ষয়ী হামলার রেশ শেষ হতে না হতেই গত বৃহস্পতিবার আবারও লন্ডন নগরীতে বোমা বিস্ফোরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবারে (হয়তো) পরিকল্পনা মতোই বোমাগুলোর নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের ফলে জানমালের ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা মতো আতঙ্ক ছড়ানো গেছে লন্ডন-ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বজুড়ে। ঘটনার পরপরই এক রিপাবলিকান মার্কিন সিনেটরকে মক্কা-মদিনা টার্গেট করে মিসাইল নিক্ষেপের জন্য আহ্বান জানাতে দেখা গেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষকে। যেন সবটাই ছকে বাঁধা!

বিলম্বে হলেও ব্রিটেনের মুসলিম কমিউনিটি সম্মিলিত ভাবে ইসলামের নামে সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়েছেন। পরিস্কার বলে দিয়েছেন এর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই ইসলামের। লন্ডন ট্রাজেডির প্রতিক্রিয়ার আঁচ সরাসরি আঘাত করছে ব্রিটেনে বসবাসরত মুসলমানদের - তাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরি, শিক্ষা, বিনোদন, সর্বোপরি প্রাত্যহিক জীবন চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়ায় তারা মুখ খুলছেন প্রকাশ্যে। কিন্তু দেশে দেশে কোটি কোটি মুসলমানরা কি করছেন? কি করছেন ইসলামের সোল এজেন্সী নিয়ে বসে থাকা আরব মুসলমানরা? সরব হতে কেনই বা দেখা যাচ্ছে না বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমানদের? কোথায় রাজপথ কাঁপানো লাঠি হাকানো মর্দে-মুমিনদের জেহাদি জোশ? কুরআনের অবমাননা কিংবা তসলিমা, আহম্মদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ ইস্যুতে যারা সারা দেশ কাঁপিয়েছিলেন জঙ্গি-জোশে তাদের কেন সরব হতে দেখা যায় না বিশ্ব মুসলমানের এই চরম দুর্দিনে ? কেন লাখ মুসলমান আজ রাজপথে নেমে আসছে না চক্রান্তের -ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ইসলামের নামে সন্ত্রাস- বোমা বিস্ফোরণ। মুসলমান ঠেকাতে ধর্মান্ধ মুসলমানদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কেন আওয়াজ উঠবে না মসজিদে মসজিদে? নামাজ পড়া নয় নামাজ কায়েম করে, কুরআন পড়ে নয়, কুরআন ধারণ করে জবাব দিতে হবে এর। কুরআনিক মুসলমান হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার এর চেয়ে জরুরি সময় ইতিহাসে আর এসেছে কি?

ষড়যন্ত্র করে করে ওরা ডুবাচ্ছে ইসলাম পড়ে নয় - করে আজ দাঁড়াও মুসলমান। লাদেনসহ সব জঙ্গি সংগঠনের পেছনে পরিচালিকা শক্তি আমেরিকা। চিন্তাবিদরা এটা নিশ্চিত। যত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলছে তা শুধু মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেবার জন্য। বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে ধর্মবেত্তাসহ সকল দেশবাসীর কাছে আসার আবেদন - প্রশ্ন করুন আমেরিকার সরকার প্রধান বুশকে কেন লাদেনকে ধরা হচ্ছে না? কেন লাদেনের নামে আর আল-কায়েদার নামে সন্ত্রাসবাদ বিশ্বায়ন হচ্ছে আর তার পরপরই মুসলমানদেরকে চতুর্দিক হতে চলার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে? ❑